মুখবন্ধ

এই গবেষণাসন্দর্ভটি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও অবিভক্ত বাংলার প্রথিতযশা গ্রন্থপ্রেমী বা শখের গ্রন্থসংগ্রাহকদের সংগ্রহশালার ইতিবৃত্তান্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সামান্য কিছু ক্রয় আর সিংহভাগই দান হিসাবে পাওয়া ৩৫৫২ টির ও বেশি বাংলা ও ইংরাজি ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি দিয়ে সাজান গবেষণাসন্দর্ভটি মাতৃভাষার মাধ্যমে তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কাহিনী, গ্রন্থপ্রেমীদের গ্রন্থ সংগ্রহ করার আর্ট ও পদ্ধতি, সংগ্রাহকদের জীবনচরিত, গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি তৈরির নিয়মকানুন, প্রথাগত ও আধুনিক ডিজিটাল সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে। তুলে ধরা হয়েছে, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (যার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি) কর্ণধারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হদিশ। ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের এইরকম মুদ্রিত উপাদান যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ঠিকঠাকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার হয় এমন নয়, কিন্তু অমূল্য এই সব ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সেই ১৯৫৭ খ্রি. থেকে আজ পর্যন্ত এক ছাতার নিচে সংগ্রহ, রক্ষা করা ও পরিষেবার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছে আমাদের প্রিয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরানো দিনের আকরগ্রন্থ সমৃদ্ধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দুর্নিবার আকর্ষণ গবেষক ও পাঠককূলের কাছে চিরদিনই বিদ্যমান। বস্তুতঃ এই ধরণের বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সামগ্রিকভাবে দুই মলাটের মধ্যে গবেষণা এই প্রথম। নির্দৃষ্টভাবে বললে, এখনো পর্যন্ত হয়নি। বিষয়টি এতদিন অবহেলিত ও উপেক্ষিত ছিল। অবহেলায় ও কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য উৎস, সোর্স গ্রন্থ, নথিপত্র, যেগুলি ছাপা হয়েছিল ইউরোপীয় মুদ্রণ যুগের প্রাক্কালে আর বাংলায় মুদ্রণের আঁতুড় অবস্থায়। প্রতিটি গ্রন্থাগারে এই সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থাদির সম্পদের পাহাড় সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গ্রন্থাগারগুলি যে তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে, সেবিষয়ে একটা জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজটুকু করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণার মাধ্যমে। এছাড়া দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো, একটা মডেল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগ গড়ে তোলা ও উন্নত আধুনিক গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদানের লক্ষে বেশ কিছু উন্নয়নের প্রস্তাব পাওয়া যাবে এই গবেষণাসন্দর্ভ থেকে।

বর্তমান গবেষণাপত্রে অনেক কিছু অজানা বিষয় ও তথ্য সংযোজিত হয়েছে। একজন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি থেকে নতুন নতুন গবেষণার সম্ভাবনা বা গবেষণার উপাদানগুলি। গ্রন্থেতিহাস, গ্রন্থচর্চা, গ্রন্থমুদ্রণ, প্রকাশন ও গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আহরণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নে বিষয়টি খুবই সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক, সেই সঙ্গে চিরন্তন বলা চলে। এই ধরণের কাজ ডিজিটাইজেশন, ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরী ও পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। মানবিক বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাস গবেষণায় এই প্রয়াস ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন নতুন গবেষণার দরজা খুলে দেবে।